দৈনিক সংবাদ

FEB. 16 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীতে বিডিআর-পুলিশের যৌথ অভিযান, গ্রেফতার ২৯১

❑ঢা.বির বিভিন্ন হল থেকে ৭৩ জন আটক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ ও বিডিআর গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এক আকস্মিক অভিযান চালিয়ে ২শ' ৯১ জন যুবককে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ-বিডিআরের যৌথ অভিযান বলা হলেও বিডিআরই মূলত অভিযান চালায়। এদের মধ্যে ২৫ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ রয়েছে। বাকি সবাইকে সন্দেহমূলক ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। অভিযান চলার সময় রাত ১২টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়। এই অভিযানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য এলাকায় অনেক নিরীহ যুবককে হয়রানির অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে সাংবাদিক ও অতিথিদেরও আটক করা হয়। গেফতারকৃতদের প্রথমে পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তরে নিয়ে রাখা হয়। গতকাল পর্যন্ত তাদের কাউকে আদালতে পাঠানো হয়নি।

গ্রেফতারকৃতদের পিলখানা বিডিআর সদর দপ্তরে নিয়ে রাখার কারণে গতকাল তাদের আত্মীয়-স্বজনরা উৎকণ্ঠায় ছিলেন। নগরীর ২২টি থানা থেকে গতকাল গ্রেফতারের ব্যাপারে কোন তথ্য দেয়া হয়নি। থানা থেকে জানানো হয়, এ ধরনের বিশেষ অভিযানের খবর তাদের জানা নেই।

সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বিডিআর ২শ' ১৫টি দলে বিভক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ নগরীর বিভিন্ন এলাকায় হানা দেয়। বিভিন্ন এলাকায় তালিকা ধরে বাড়িতে বাড়িতে অভিযান শুরু করে; কিন্তু তালিকাভুক্ত কাউকে পাওয়া না গেলে নিরীহ লোকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাধারণ ছাত্ররা সবচেয়ে বেশি হয়রানির শিকার হয়। অন্যদিকে গতকাল সারাদিনে এ অভিযানের ব্যাপারে পুলিশের কোন বক্তব্য জানা না গেলেও রাতে পুলিশ কমিশনার এ অভিযানকে যৌথ অভিযান বলে জানিয়েছেন। তিনি জানান, এ অভিযান চলবে। এ অভিযানে ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। এছাড়া একটি কষ্টি পাথরের মূর্তি ও প্রায় ৪শ' হাতঘড়ি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মামলায় অভিযুক্তরা হলো ঃ লালবাগের মাইকেল ও গোলাম আলী, ডেমরার কাজী আতাউর রহমান ও লিটু, মতিঝিলের টেংগা বাবু, উত্তরার মোস্তাফিজ মণ্ড, মাসুদুর রহমান, ক্যান্টনমেন্টের মারফত আলী ও আজমত আলী, মোহাম্মদপুরের কামাল, দেলোয়ার, বিল্লা, আবুল, সাগর মামুনুর রশিদ ও রিংকে রয়েছে। মিরপুরে, সাজ্জাদ হোসেন ও কামরুল হোসেন, পল্লবীর সাইফুদ্দিন ও শাহনেওয়াজ রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী ঘটনার অভিযোগ আনা হয়েছে।

এছাড়া অন্যান্য থানায় গ্রেফতারের সংখ্যা রাজধানীতে ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

রাজধানীতে ঃ বিডিআর-পুলিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হলো গুলশানে ১৩, সবুজবাগে ২, খিলগাঁও ৪, পল্লবীতে ২, মিপুরে ২, মোহম্মদপুরে ৯, ক্যান্টনমেন্টে ৮, কাফরুলে ১৫, শ্যামপুরে ২১, কামরাঙ্গীরচরে ৪, কোতোয়ালি ২, তেজগাঁও ১১, উত্তরা ৭, মতিঝিলে ৭৯ ও রমনায় ৮০ জন। এদের অধিকাংশই ছাত্রদল ও যুবদল কর্মী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি হলে গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিডিআর বিশেষ অভিযান চালিয়ে সাংবাদিক, সাধারণ ছাত্র, ছাত্রদের অতিথি, কর্মচারী, ছাত্রদল নেতা-কর্মীসহ প্রায় ৭০ জনকে আটক করেছে। এ সময় বিডিআর বঙ্গবন্ধু ও সূর্যসেন হল থেকে ১টি শটগান, ১টি পিস্তল, ১টি নাইন এম.এম এবং বেশকিছু গুলি ও ককটেল বোমা উদ্ধার করে। এ সময় বিডিআর ছাত্রদের মোবাইল ও টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে ছাত্ররা অভিযোগ করেছে। বিডিআর ছাত্রদের মারধরও করেছে। এছাড়া বিডিআর হলে পাহারারত বেশ কয়েকজন পুলিশকে লাঞ্ছিত করেছে বলে জানা গেছে। আটককৃতদের অনেককে কালো কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে কর্মচারীদের আটকের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা গতকাল শুক্রবার উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে।

জানা গেছে, সমস্ত মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে প্রায় সহস্রাধিক বিডিআর পুরো ক্যাম্পাস ঘিরে বৃহস্পতিবার রাত ২টার দিকে বঙ্গবন্ধু, সূর্যসেন, মুহসীন, জহুরুল হক এবং সলিমুল্লাহ হলে আকস্মিকভাবে একযোগে অভিযান চালায়। তারা ভোর রাত পর্যন্ত অভিযান চালায়।

বিডিআর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই গেটের তালা ভেঙে হলে ঢুকে অভিযান চালায়। এ সময় তারা ঘুমন্ত ছাত্রদের জোর করে ঘুম ভাঙিয়ে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে রুমগুলোতে তল্লাশি চালায়। এ সময় ছাত্ররা কথা বললেই তাদেরকে মারধর এবং আটক করে। এ সময় মুহসীন ও বঙ্গবন্ধু হলে পাহারারত কয়েকজন পুলিশ বিডিআরদের 'কেন হঠাৎ করে তল্লাশি হচ্ছে?' এই প্রশ্ন করলে তাদেরকেও বিডিআর ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেয়।

অভিযানের সময় বিডিআর বঙ্গবন্ধু হল থেকে ১টি মোবাইল এবং অন্যান্য হল থেকে ছাত্রদের টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযান ালিয়ে বঙ্গবন্ধু হল থেকে ২০, সূর্যসেন হল থেকে ১৮, মুহসীন হল থেকে ২২, জহুরুল ক হল থেকে ৩ এবং সলিমুল্লাহ হল থেকে ৩ জনকে আটক করে বিডিআর। আটককৃতদের মধ্যে মুহসীন হলে ইউএনবির রিপোর্টার ফরিদ আহমদ সাজ্জু এবং আজকের কাগজের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার কবির আহমদ খান রয়েছে। এছাড়া অন্য আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে কামরুজ্জামান বিপ্লব, আপেল, আশরাফ বাবু, তুহিন, মোস্তাক, আজিজ, ইমন, মামুন। এ হল থেকে সুন্দর আলী ও লোকমান নামে দুই দারোয়ানকেও বিডিআর আটক করেছে। ছাত্রদের কয়েকজন অতিথিকেও আটক করা হয়।

সূর্যসেন হলে আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে আমিন, বাপ্পী, মোস্তাক, সুমন বাদশা, আকাশ, রাশেদ, নাজমুল ও কয়েকজন অতিথি। এছাড়া তসলিম উদ্দি নামে এক দারোয়ানও রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হলে আটককৃতদের মধ্যে রয়েছে ামস, আমিন, দেলোয়ার, শাকিল, মাসুম, ওসমান, জুনু, পলাশ, জিন্টু, তৌহিদ, সাহেল, রিগান, রাসেল। এছাড়া আশরাফ, ালিলুর এবং ইসমাইল নামে তিন র্মচারীকেও আটক করা হয়। আটকের ালিকায় অতিথিও রয়েছে।

জহুরুল হক হলের সোহেল, পলাশ ও ারেকজন রয়েছে। এস.এম হলের ছাত্রদল ল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুম ল্লাহ, রাসেল, শামীম ও আরেকজন তিথিকে আটক করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, আটককৃতদের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ ছাত্র এবং অতিথি। আটককৃতদের ঢাকা পিলখানায় নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

সন্ত্রাসী ও মস্তানদের গ্রেফতার না করে সাধারণ ছাত্র ও অতিথিদের গ্রেফতার করায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এমন কয়েকজন ছাত্র মন্তব্য করেছে, নিজ দলের সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করে সাধারণ ছাত্রদের গ্রেফতার করা লোক দেখানো ছাড়া আর কিছুই নয়।

ছাত্রদলের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা মধুর কেন্টিনের সামনে মন্তব্য করেছেন, তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের পুরস্কার ঘোষণা সত্ত্বেও গ্রেফতার করতে পারছে না, অথচ শুধু শুধু নির্দোষদের গ্রেফতারের নামে হয়রানি করছে।

কর্মচারীদের আটকের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারীরা গতকাল শুক্রবার উপাচার্যের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছে।

ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারি ও সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন এক যৌথ বিবৃতিতে গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিডিআরের অভিযানের সময় ইউএনবির ফরিদ আহমদ সাজ্জু এবং আজকের কাগজের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার কবীর আহমদ খানসহ সাধারণ ছাত্রদের আটক করায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। একই ঘটনায় ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা আখতার এক যৌথ বিবৃতিতে নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

পুলিশের ভাষ্য ঃ বিডিআর এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ ২শ' ১৫টি দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও নগরীর অন্যান্য এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোট ২শ' ৯১ জনকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ৪৮ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। অভিযানে উত্তরা থানা এলাকা থেকে ১টি পিস্তল, ২ রাউন্ড গুলি, ১টি এয়ারগান, ৩শ' ৮৫টি হাতঘড়ি ও ৫শ' ২০টি হাতঘড়ির চেইন, খিলগাঁও এলাকা থেকে ২১ রাউন্ড গুলি ও ২টি পিস্তলের ম্যাগজিন, মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ১টি কষ্টি পাথরের মূর্তি, ধানমণ্ডি এলাকা থেকে ১টি পয়েন্ট ২২ বোরের রাইফেল ও ১২ রাউন্ড গুলি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ১টি শটগান, ১২ রাউন্ড গুলি, ৮টি মোবাইল ফোন ও [illegible] উদ্ধার করা হয়।